সংবাদ

তারিখ 26 AUG 2015
পৃষ্ঠা ... কলাম 2

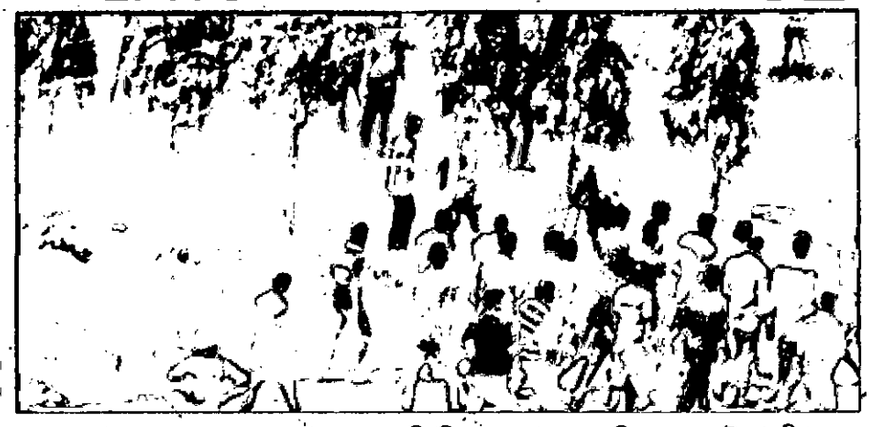

রংপুর : গতকাল রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পুলিশের সামনেই ছাত্রলীগ ক্যাডারদের অস্ত্র নিয়ে মহড়া –সংবাদ

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ বেপরোয়া

□ অস্ত্রের মহড়া □ প্রক্টর লাঞ্ছিত □ ছাত্রীকে এসিডে দগ্ধ করার হুমকি □ ছাত্রলীগ ক্যাডারের থানায় মামলা

জেলা বার্তা পরিবেশক, রংপুর

রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি শিশির ও সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হাসানের নেতৃত্বে প্রকাশ্য দিবালোকে অস্ত্রের মহড়া প্রদর্শন করা হয়। এ সময় তাদের নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর শাহিনুর রহমানকে লাঞ্ছিত করেছে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা। এ ঘটনার বিচার দাবি করেছেন প্রক্টর শাহিন। গতকাল দুপুরে এ ঘটনা ঘটে।

অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালযের শিক্ষার্থীকে প্রেম নিবেদন করে সাড়া না পাওয়ায় ছাত্রলীগ ক্যাডার শুভর এসিড দিয়ে শিক্ষার্থীর মুখমণ্ডল ঝলসে দেয়ার হুমকি নিয়ে ক্যাম্পাসে সাধারণ শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করে। কোতোয়ালি থানায় শিক্ষার্থীর মামলা দায়ের এবং ছাত্রলীগ ক্যাডারদের অস্ত্র মহড়া নিয়ে তোলপাড় চলছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর শাহিন রহমান অভিযোগ করেন ছাত্রলীগের সভাপতি-সম্পাদকের নেতৃত্বে একদল ছাত্রলীগ ক্যাডার প্রকাশ্যেই অস্ত্র নিয়ে ক্যাম্পাসে মহড়া দেয়ার সময় তিনি দায়িত্বরত পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ ক্যাডারদের নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন। এ সময় ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয়

রোকেয়া : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

রোকেয়া : রিশ্ববিদ্যালয়ে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শাখার সহ-সভাপতি আরিফ তার দিকে তেড়ে আসে এবং তাকে লাঞ্ছিত করে। তিনি হতাশা প্রকাশ করে বলেন, বিষয়টি তিনি মিডিয়ার সামনে জানালেন যাতে সুষ্ঠু বিচার হয়। এ ব্যাপারে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে লিখিতভাবে জানাবেন বলে জানান।

এদিকে সোমবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীকে প্রেম নিবেদন করার নামে উত্ত্যক্ত করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের শিশির গ্রুপের সঙ্গে হাদী গ্রুপের সংঘর্ষের ঘটনায় ৬ জন আহত হওয়ার ঘটনায় গতকাল দুপুরে ছোড়া-রামদাসহ বিভিন্ন অস্ত্র নিয়ে ছাত্রলীগ নেতা শিশির ও মাহমুদ হাসানের নেতৃত্বে ক্যাম্পাসে মহড়া প্রদর্শন করা হয়। এ সময় পুরো ক্যাম্পাসে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করলেও অস্ত্র নিয়ে মহড়া প্রদর্শনকারী ছাত্রলীগ ক্যাডারদের কাউকেই গ্রেফতার করতে পারেনি।

এদিকে রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ ক্যাডারদের বেপরোয়া আচরণ শিক্ষার্থীদের উত্ত্যক্ত করাসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগ করেছে সাধারণ শিক্ষার্থীরা। এ ব্যাপারে ছাত্রলীগের ক্যাডার শাওন আহাম্মেদ শুভর বিরুদ্ধে এক শিক্ষার্থীকে প্রেম নিবেদন করে ব্যর্থ হয়ে এসিড দিয়ে ওই শিক্ষার্থীর মুখমণ্ডলসহ সারা শরীর ঝলসে দেয়ার অভিযোগে গতকাল সকালে ক্যাম্পাসে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেছে সাধারণ শিক্ষার্থীরা। তারা প্রক্টরের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছে বলে জানা গেছে। অভিযোগে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রথম বর্ষের এক শিক্ষার্থীকে ছাত্রলীগ ক্যাডার একই বর্ষের পরিসংখ্যান বিভাগের শিক্ষার্থী শাওন আহাম্মেদ শুভ দীর্ঘদিন ধরে প্রেম নিবেদন করে ব্যর্থ হয়। এতে ওই ছাত্রলীগ ক্যাডার শাওন গত ২২ আগস্ট ওই শিক্ষার্থীকে ৩ দিনের আলটিমেটাম দেয় এবং বলে তার প্রেমের প্রস্তাবে সাড়া না দিলে তাকে এসিড মেরে মুখমণ্ডলসহ সারা শরীর ঝলসে দেয়া হবে বলে প্রকাশ্যই হুমকি প্রদান করে। এতে আতঙ্কিত হয়ে ওই শিক্ষার্থী ছাত্রলীগের হাদি গ্রুপের এক নেতা এবং তার দূর সম্পর্কের আত্মীয়কে জানায়। এ ঘটনা নিয়ে সোমবার সন্ধ্যায় ছাত্রলীগের হাদি গ্রুপের সঙ্গে শিশির গ্রুপের ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া ও সংঘর্ষ হয়। এতে ৬ জন আহত হয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপ ক্যাম্পাসে তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে প্রকাশ্যেই অস্ত্র নিয়ে মহড়া প্রদর্শন করলেও পুলিশ তাদের গ্রেফতার করছে না। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর শাহিনুর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি শিক্ষার্থী কর্তৃক ছাত্রলীগ ক্যাডার শুভর বিরুদ্ধে তাকে এসিড মারার হুমকি দেয়ার বিষয়ে একটি লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে বলে স্বীকার করে বলেন, এ ব্যাপারে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এদিকে গতকাল বিকেলে ওই শিক্ষার্থী উম্মে হাবিবা আশা নিজে বাদী হয়ে ছাত্রলীগ ক্যাডার শুভকে আসামি করে কোতোয়ালি থানায় একটি মামলা দায়ের করেছে। এ ব্যাপারে কোতোয়ালি থানার ওসি (তদন্ত) আবদুল আজিজের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি মামলা দায়ের করার কথা স্বীকার করে বলেন, আসামি শুভকে গ্রেফতার করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।

এদিকে সাধারণ শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেছে ছাত্রলীগের সভাপতি-সম্পাদকের নেতৃত্বে তাদের ক্যাডারদের অস্ত্র নিয়ে মহড়া প্রদর্শন সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর হামলাসহ তাদের চাঁদাবাজি আর সন্ত্রাসী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে পুলিশ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় তারা আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে।